

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ  
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

21976 - ফরয নামাযের পর দোয়া করার হুকুম

প্রশ্ন

কিছু কিছু মুসল্লি নামাযের সালাম ফরানো মাত্রই দোয়া করেন। অন্যরো বলেন: এক্ষেত্রে অনুমতি আছে কেবল তাসবীহে ফাতমো পড়ার। কউে কউে নামাযের পর পর দোয়া করাকে বদিত বলার কঠোরতা দেখান। এ বিষয়টি আমাদের কম্যুনিটি মাঝে কিছুটা অস্থিরতা তৈরী করেছে। বিশেষতঃ যারা ইমাম আবু হানফি বা ইমাম শাফয়েরি মাযহাব অনুসরণ করে চলেন।

অতএব, নামাযের পর দোয়া করা কি আমাদের জন্য জায়যে?

নামায সমাপান্তে ইমামের সাথে একত্রে আমাদের দোয়া করা কি জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র্যে এসছে:

ফরয নামাযের পর হাত তুলে দোয়া করা সুন্নত নয়; চাই সটো ইমাম একাকী করুক, কথিবা মুক্তাদি একাকী করুক কথিবা উভয়ে সম্মিলিতভাবে করুক। বরং সটো বদিত। কেননা এমন কোন আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কথিবা তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে উদ্ভূত হয়নি। পক্ষান্তরে, হাত না তুলে দোয়া করত কোন অসুবিধা নাই। যহেতে এই মর্মে কিছু হাদিস উদ্ভূত আছে।[ফাতাওয়াল লাজনানদ দায়িমি (৭/১০৩)]

স্থায়ী কমটিকে আরও জিজ্ঞেস করা হয় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের শেষে দুই হাত তুলে দোয়া করা কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত আছে; নাকি নাই? যদি সাব্যস্ত না থাকে তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের শেষে দুই হাত তুলে দোয়া করা কি জায়যে হবে; নাকি হবে না? জবাবে তারা বলেন: আমাদের জানা মতে, ফরয নামাযের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করার জন্য হাত তুলেছেন মর্মে কিছু সাব্যস্ত হয়নি। ফরয নামাযের সালামের পরে হাতদ্বয় তোলো সুন্নাহ বরীদৌ।”[ফাতাওয়াল লাজনানহ (৭/১০৪)]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কমটি আরও অবহতি করে য়ে: “পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে শযে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সুন্নত নামাযগুলোর শযে নয়িমতি সম্মলিতিভাবে উচ্চস্বরে দোয়া করা গরহতি বদিত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কথিবা তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে এই মরমে কোন কিছু সাব্যস্ত হয়নি। য়ে ব্যক্তি ফরয নামাযগুলোর শযে কথিবা সুন্নত নামাযগুলোর শযে সম্মলিতিভাবে দোয়া করে এক্ষত্রে সয়ে ব্যক্তি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতারে বরিণেী। উপরন্তু য়ে ব্যক্তি তার সাথে মতভদে করছে এবং তার মত আমল করছে না তাকে কাফরে বলা কথিবা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতারে অনুসারী না বলা তার অজ্ঞতা, পথভ্রষ্টতা ও বাস্তবতাকে পরবির্তন।

ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা (১/৩১৯)

আল্লাহই সর্ববজ্ঞ।